

ইসলামে নারীর পোষাক-বোরখা না হিজাব ?

সাইদ কামরান মিজাঁ
ইউ, এস, এ

আমরা সবাই একমত যে মুসলিম মেয়েদের পোষাকে অনেক ভিন্নমত আছে। ইসলামী চিন্তাবিদগণের মধ্যেও এই পোষাকের ব্যাপারে অনেক মতবেদ আছে। কোন দুইজন মোল্লাও একমত হতে পারবেনা এই পোষাকের ব্যাপারে। একই পরিবারে একেক মহিলা ভিন্নরকম পোষাক পড়তে দেখা যায়। এই আমেরিকার কথাই ধরা যাক। আমাদের মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই আধুনিক মার্জিত পোষাক পড়ছে আবার কেউ কেউ অতি-মোসলমানীত্ব দেখাতে গিয়ে মাথায় হিজাব বা বোরখা পড়া শুরু করেছে। যদিও, এইসব বাঙ্গালি বধুরা বাংলাদেশে থাকা কালীন কেউ হিজাব পড়তনা, কিন্তু তারা এই কাফেরের দেশে এসে নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থা চাঙ্গা হওয়ার সাথে সাথে নতুন করে born again muslim বনেছেন। তাই এসব অতি-মুসলমানগন আরবীয় কিসুতকিমাকার পোষাক পড়ে মেইনস্ট্রিম আমেরিকানদের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কেউ কেউ বোরখা পরছেন সুধু চোখ খোলা রেখে (দেখতে আস্ত একটি গোষ্ঠ) অনেকে আবার একবার মাথায় হিজাব দিচ্ছে, আবার কিছুই দিচ্ছে না। আবার কেউ কেউ সুধু বাঙ্গালি পুরুষদের সামনে লোক দেখানো হিজাব পরছে এবং অন্যপুরুষদের (আমেরিকান) সামনে কিছুই পড়ছেন। একেবারে জঁগাখিঁচুরী অবস্থা আর কি।

ইসলামের এই আজব পর্দাপ্রথার যঁতাকলে বন্দি হয়ে মুসলিম অন্ধবিশ্বাসী নারীদের কিরূপ বিরাম্বনায় পরতে হয় তার প্রমাণ পেতে সুধু একটি প্র্যাক্টিক্যাল ঘটনাই যতেষ্ট। অতি সম্প্রতি এই আমেরিকার ফ্লোরিডাতে একজন বোরখাধারী পাক্কা মুসলিম মহিলা ড্রাইভিং লাইসেনসের ফটো তুলতে রাজী হয় নাই, কারণ ইহাতে (সেই মহিলার কথা অনুযায়ী) কোরানের অবমাননা করা হয়। তাই সেই মুমিন মহিলার লাইসেনস reboked হয়েছে এবং ঘটনা কোর্টে পৌঁছেছে। বেহেস্তের মায়ায় সেই মুমিন মহিলা ড্রাইভিং ছেড়ে দিতেও রাজি আছেন মনে হয়। এই অদ্ভুত লোক হাসানো ঘটনা বিস্তারিত জানতে চাইলে নিম্নের ইউ আর এল ক্লিক করুনঃ

<http://www.orlandosentinel.com/news/local/orl-locfbriefs27052703may27.story>

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও মুসলিম বিশ্বে মুসলিম মহিলারা বোরখা দিয়েই পর্দা করত। এবং এই বোরখাওয়ালার সংখ্যা ছিল অনেক নগন্য। পাকিস্তান আমলেও দেখা যেত বোরখা পরুয়া মেয়ের সংখ্যা ছিল অনেক কম। শিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যে বোরখার সংখ্যা মোটেই ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি এই আমেরিকাতে দেখা যাচ্ছে যে মেয়েদের মধ্যে পর্দা প্রবণতা, তাও আবার কেউ পড়ে বোরখা এবং কেউ পড়ে হিজাব (সুধু চুল ঢেকে রাখা)। এখন ব্যাপার হল আসলে কোনটা ঠিক? বোরখা নাকি হিজাব?

বিশ্বের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে মেয়েদের পর্দা প্রথা অনেক পুরোন নিয়ম এবং এই প্রথা ছিল ধনী বা বুনিয়াদীদের মধ্যেই বেশী। এবং এই প্রথাটি ব্যবহার হত বুনিয়াদী মেয়েদেরকে গরীব মেয়েদের থেকে আলাদা করার একটা নিয়ম। রাস্তায় একজন মেয়ে যদি পর্দা ব্যবহার করত তখন তাকে মনে করা হত একজন ধনী এবং বনেদী ঘরের মেয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে যদি মেয়েটি পর্দা না করত তাহলে তাকে মনে করা হত একজন গরীব ও দাসী বলে। কিন্তু এই পর্দা প্রথা আসলে ইসলামে কি ভাবে পালন করত সেটাই দেখার বিষয়। ইসলামে গত কয়েক শতাব্দীতেও দেখা যায় যে মুসলিম মেয়েরা পর্দা করতে যেয়ে সম্পূর্ণ মুখ ঢেকে দিত, অথবা সাধারণ গ্রামের মেয়েরা বোরখা পড়ত। বেগম রোকেয়ার বিখ্যাত উপন্যাস “অবোধ বাসিনী” পড়ে জানা যায় যে প্রায় সকল মুসলিম মেয়েরাই আপাদমস্তক বুরখা পরত। আথাৎ মেয়েরা কেউ মুখ খোলা রাখত না। কিন্তু বাংলাদেশ হওয়ার পর দেখা গেল যে অনেক মেয়েরাই চিরাচরিত বোরখার পরিবর্তে হিজাব অর্থাৎ কিনা মাথার চুলকে সুধু ঢেকে রাখে। এটা আবার কোন ধরনের পর্দা তাহা ঠিক বুঝা যাচ্ছে না। এখন প্রশ্ন হল, শুধু মাথার চুল ঢেকে কি ভাবে পর্দা করা যায়? আর এটা করে লাভটাই বা কি? মাথার চুল ঢাকা অবস্থায় আর সব মুখের আসল রূপ কিন্তু সবই দেখা যায়। যেমন মেয়েটির সুন্দর চোখ, নাক, ঠোঁট সবই দেখা যায়। তবে আর সুধু সুধু মাথার চুলগুলো ঢেকে কি লাভ হল? তাই আমার জিজ্ঞাসা এই হিজাব পরার প্রথাটা কোথেকে আমদানী হল? কেউ কেউ বলে যে এই প্রথা এসেছে ইরান থেকে। আবার কেউ বলে যে এটা হল পুরোন বোরখার আধুনিক সংস্করণ (মেটামরফসিস) অর্থাৎ কিনা সময়ের পরিবর্তন। সে যাই হোক না কেন, শুধু চুল ঢেকে কিন্তু আর যাই হোক পর্দা করা হয় না।

এখন দেখা যাক পবিত্র কোরানে এই পর্দা সম্বন্ধে কি বলা আছে। কোরানে এই পরদা সম্বন্ধে মাত্র দুইটি ছুরা আছে। ছুরা আহযাব এবং ছুরা আল নুর।

ছুরা আল-নুরে আয়াত নং ২৪:৩১: ‘ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফযত করে। তারা যেন তাদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ না করে (যাহা সাধারণতঃ প্রকাশমান ছাড়া) এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে, এবং তারা যেন তাদের স্বামী, শ্বশুর, পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপতি, অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে এবং তারা যেন তাদের সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে।’

ছুরা আহযাবে আয়াত নং ৩৩:৫৯: হে নবী। আপনি আপনার পত্নীগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে, এবং তাদেরকে উত্থিত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ছুরা আহযাব আয়াত নং ৩৩:৩৩: তোমরা গৃহকোণে অবস্থান করবে—মুখতা যুগের ন্যায় নিজেদেরকে প্রদর্শন করবেনা। নামাজ পড়বে এবং যাকাত দিবে এবং আল্লাহ ও তার রসুলের আনুগত্য স্বীকার করবে।

এ তিনটি আয়াতেই ইসলামে পর্দা সম্বন্ধে নিয়মাবলি বলা আছে। কোন আয়াতেই সুধু মাথার চুলকে ঢেকে রাখার কথা বলা হয় নাই। কোরানে বলা আছে যে ‘তোমরা তোমাদের সৌন্দর্যকে ঢেকে রাখ’ একথার মানেটা কি? একটি মেয়ের সৌন্দর্য থাকে কোথায়? আমারতো মনে হয়, শুধু মনে হয় কেন, মানুষের আসল সৌন্দর্য মানুষের মুখেই, অর্থাৎ কিনা তার চেহারাতেই। তা’হলে সুধু সুধু চুল ঢেকে কি লাভ? চুলে কি আসল সৌন্দর্য থাকে? তা’ছাড়া সুধু চুল ঢাকিলে মেয়েটির সুন্দর চেহারাটা কিন্তু সবটাই দেখা যায়। তার সুন্দর চোখ, নাক এবং রঙ্গিন ঠোঁট, গাল সবই কিন্তু দেখতে পাওয়া যায়। তবে যে বলা হয়েছে যে “তোমাদের সৌন্দর্য কে ঢেকে রাখ” তাহা পূর্ণ হল কি ভাবে? তাই আমার মনে হয় আসল সৌন্দর্যকে ঢাকতে হলে মেয়ের মুখটিকেই ঢেকে রাখতে হবে। কেননা, মেয়েটির চেহারাতেই আসল সৌন্দর্য থাকে, এবং চুল ও অন্যান্য জিনিস সৌন্দর্যকে আর বাড়িয়ে তুলে মাত্র।

তাই মাত্র হিজাব পড়ে শুধু চুল ঢেকে সৌন্দর্যকে ঢাকা মোটেই সম্ভব না। তা’ছারা, মেয়েলোকদের সৌন্দর্য সুধু চুলে থাকে না, সৌন্দর্য তার চেহারাতেই থাকে। একটি মেয়ের চেহারা যদি সুন্দর না হয়, তবে তার মাথায় যত বেশী চুলই থাকে না কেনো, তাকে কিন্তু কখন সুন্দরী মনে হবে না। একটি উদাহরণ দিলেই জিনিসটা আরও পরিষ্কার হবে। ধরুন একটি ছেলের গার্জেন কনে দেখতে গিয়ে যদি শুধু মেয়েটির চুল দেখে চলে আসে তা’হলে কি কনেটি সুন্দর না কুৎসিৎ তা কি বুঝা যাবে? কখনো তাহা বুঝা যাবে না তাই না? মেয়েটির সৌন্দর্য বিচার করতে হলে তার চেহারাটাই ভাল করে দেখতে হবে। আফগানিস্তানের তালিবান মোল্লারা কিন্তু সেদেশের মেয়েদেরকে বোরখা পড়তে বাধ্য করেছে। আফগানিস্তানে মেয়ের চেহারা দেখা গেলে তালিবান পুলিশ বেত পেটা করত। এবং তালিবানরা কিন্তু স্পষ্টভাবে দাবী করেছে যে তারা একটি সুষ্ঠু বা সঠিক ইসলামী দেশ তৈরী করেছে। অবস্য ওসামার টেররিজমের জন্য আমেরিকা আজ সেই পবিত্র ইসলামী দেশটিকে একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে ‘ডেইজি কাটার’ বোমা মেরে। এবার দেখা যাক, সহি হাদিছ এবং বিভিন্ন ইসলামী চিন্তাবিদগণ এসম্বন্ধে কি বলছেন।

(তাবরানি মাজহারি):হযরত ইবনুল আস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এই হাদিছে বলা আছে যে নারীদেরকে নিজ নিজ স্বামীর অনুমতি ছাড়া কথা বলাও নিষিদ্ধ, এবং নারীগণ সর্বদা গৃহেই অবস্থান করবে, কোন জরুরী দরকার ছাড়া ঘরের বাইরে যাবে না।

মাওলানা মহিউদ্দিন তার কোরান অনুবাদের সানে নজুলে বলেন—“বলা বাহুল্য যে মেয়েরা বোরখাই পরবে যাতে তার সমস্ত মুখমণ্ডল ঢেকে থাকে, কারণ মেয়ের চেহারাই আসল সৌন্দর্য এর প্রতীক। মাওলানা আরও বলেন যে কোরানের আয়াত ৩৩:৩৩ এ কোথাও বলা হয় নাই যে মেয়েরা শুধু মাথার চুল ঢেকে রাখবে। তাই আমার মতে মেয়েদের ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ বা চেহারা দেখানো মোটেই জায়েজ নয় এবং চেহারা দেখানো একেবারেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হযরত ইবনে মাসউদের তফসীরের মতে নারীর জন্য বেগানা পুরুষের সামনে মেয়েদের মুখমণ্ডল এবং হাতের তালুও খোলা রাখা জায়েজ নয়।”

অন্যদিকে মাওলানা গোলাম মির্জা তার বাংলা কোরান তর্জমাতে বলেন—আরবীশব্দ ‘জালাবিব’ মানে বাহিরের কাপড় যাহা টেনে দিতে হবে মাথার উপরে যাতে সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে যায়। কোরানের আয়াত ৩৩:৫৯ অনুসারে যদি মেয়েরা ঘরের বাহিরে যায় তা’হলে ‘জিলবাব’ অর্থত কিনা বোরখা পরেই বের হতে হবে, এবং যদি মেয়েলোক ঘরের ভিতরে অবস্থান করে তা’হলে শুধু ‘খিমার’ অর্থাৎ মাথার চুল ঢেকে রাখবে।

এখন দেখা যাক আমাদের নবীর স্ত্রীরা কি ভাবে পর্দা করত। এ’সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কোন ইতিহাস নেই, তবে কিছু হাদিছে তার কিছুটা নমুনা পাওয়া যায়। নিম্নোক্ত হাদিছটি পড়লে আমরা কিছুটা বুঝতে পারব।

সহি হাদিছ (বুখারি শরিফ): হযরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন যে, “খায়বারের যুদ্ধে যখন আমাদের প্রিয় নবী সাফিয়াকে বিনত ছয়ে’কে গনীমতের মাল হিসাবে পেলেন তখন একজন সাহাবা নবী (সঃ) কে জিজ্ঞেস করল, ‘হে নবী সাফিয়ার মর্যাদা কি হবে?’ তখন নবী (সঃ) বললেন, ‘কালকে যদি দেখ যে সাফিয়াকে বুরখা পড়ানো হয়েছে তা’হলে বুঝবে যে সাফিয়া আমার স্ত্রী, এবং যদি দেখ যে সাফিয়াকে কোন বুরখা পড়ানো হয় নাই তবে বুঝবে যে সাফিয়া একজন বাঁদী (আলশিরা বই থেকে)।’”

সহি হাদিছ (বুখারি শরিফ, অনুসদ ২৭, নং ১০৮): ইবনে সিহাব বর্ণনা করেন, ‘হযরত অয়েশা (রাঃ) বলেন, যখন তিনি রসুল্লাহর সঙ্গে ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন তিনি সর্বদা হাওদার (যাহা সর্বদা কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকে যাহাতে কেহ দেখিতে না পারে) ভিতরে ছিলেন, এবং একরাত্রে ভ্রমণের সময় যাত্রীর দল ভুল করে আমাকে ফেলেই চলে যায়। বিবি আয়েশা তখন প্রকৃতির ডাকে হাওদার বাহিরে ছিলেন। হাওদা বাহকরা মনে করেছিল আয়েশা হাওদার ভিতরেই আছে। কিন্তু পরেরদিন ভোর বেলা দেখা গেল যে আয়েশা হাওদার ভিতরে নেই। অনেক খুঁজেও আয়েশাকে কোথাও পওয়া গেল না। সেই রাত্রিতে সাফওয়ান ইবনে মুয়াখাল নামক একজন সৈনিক তাবুর বাহিরে চলে গিয়েছিল যুদ্ধের ফেলে যাওয়া জিনিস কুড়িয়ে পেতে। সে তখন সহসা দেখতে পায় যে একজন মেয়েলোক মরুর বালুতে পরে গুমিয়ে আছে। সৈনিকটি কাছে যেতেই আয়েশা চাদর দিয়ে তার মুখ ঢেকে দেয়। কিন্তু সৈনিকটি বিবি আয়েশাকে চিনতে পারে, এবং সে তার ষোড়ায় চড়িয়ে কাফেলার কাছে নিয়ে আসে। সৈনিক মুয়াখালকে যখন জিজ্ঞেস করা হল কিভাবে সে বিবি আয়েশাকে চিনতে পেরেছিল, তখন সে উত্তর দিল যে পর্দাপ্রথা নাজেল হবার পূর্বে সে আয়েশার মুখ দেখেছিল তাই সে আয়েশাকে দেখে চিনতে পেরেছিল। এই সহি হাদিছটিতে আমরা জানতে পারলাম যে পর্দাপ্রথা শুরু হবার পর বিবি আয়েশার মুখ সৈনিকটি দেখতে পায় নাই, কিন্তু পর্দাপ্রথার পূর্বে আয়েশার মুখ দেখতে পেয়েছিল। তার মানে, নবীর স্ত্রীদের মুখ কাপড়ে পুরোপুরি ঢাকা থাকত এতে কোন সন্দেহ নেই। অর্থাৎ পর্দা করতে যেয়ে শুধু মাথার চুল ঢেকে রাখার কোন নিয়ম ছিল না এটা নিশ্চয় করেই বলা যায়।

আমরা এখন একটু পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই যে কোরান অথবা হাদিছে কোথাও মেয়েদেরকে শুধু মাথার চুলকে ঢেকে রাখার কথা বলা হয় নাই। কোরানের আয়াতে পরিষ্কার বলা আছে যে “তোমরা তোমাদের সৌন্দর্যকে অন্য পুরুষের নিকট প্রকাশ করিও না।” এবং আমরা এও জানি যে মেয়েলোকের আসল সৌন্দর্য মুখেই থাকে, সৌন্দর্য তার চুলকেই বুঝায় না। এখন কথা হল – মাথার চুল ঢেকে ইসলামের পর্দা রক্ষা হয় কি ভাবে? আমার মতে যদি কেহ প্রকৃতই ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী পর্দা করতে চায় তা’হলে তাকে বুরখা পড়ে তার আসল সৌন্দর্যকেই আড়াল করতে হবে। নতুবা এই শুধু মাথার চুলকে লুকিয়ে আর যাই হোক না কেন, ইসলামের পর্দা করা হবে না।

এখন আমাদেরকে ভেবে দেখতে হবে, ১১ই সেপ্টেম্বরের পরে এই বহুজাতিক দেশে বাস করেও শুধু শুধু মাথার চুল ঢেকে রাখা ঠিক হবে কি না। মার্জিত পোসাক অথবা আমাদের জাতীয় পোসাক (সালওয়ার, শারী ইত্যাদি) পড়েও মুসলীম নারীদের মর্যাদা রক্ষা করা যায়। আমরা যখন এই ভিন্ন দেশে এসেছি তখন আমাদেরকে মেইনস্ট্রিম (Mainstream) আমেরিকান দের থেকে সম্পূর্ণ একটি আলাদা জাতি হিসাবে টিকে থাকা খুবই কঠিন হবে। তাছাড়া, পর্দার নামে কেউ মাথা ঢেকে রেখে, এবং কেউ আবার বোরখা পরে একটা জগাখিছুরী অবাস্তব দৃশ্য সৃষ্টি করে মানুষকে হাসানো ছাড়া কিছুই লাভ হবে বলে আমার মনে হয় না। এই ১১ই সেপ্টেম্বরের পরে আমাদের ভেবে দেখা উচিত যে আমরা ভবিষ্যতে কিধরনের পোষাক পড়ব বা পরা উচিত। এসম্বন্ধে আমাদের ধর্মীয় হুজুর এবং আধুনিক ইসলামিষ্টদের অভিমত জানতে পারলে আমি খুবই খুশি হব। ধন্যবাদ।

